সমকাল

তারিখ 22 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

১০ জনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩৩ জনকে নিয়োগ!

■ **আরিফুল নেহাল**, *জাবি*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) একটি হলে নিয়মবহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নবনির্মিত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের জন্য ১০ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩৩ জনকে নিয়োগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের জন্য দুই মেয়াদে ১৮টি পদে মাস্টাররোল ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ২০১৭ সালের ২৯ জানুয়ারি মাস্টাররোল ভিত্তিতে সহকারী হল সুপারিনটেনডেন্ট (নারী) পদে একজন, হিসাবরক্ষক পদে একজন ও নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরের একটি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। এরপর ২৪ জানুয়ারি গার্ড পদে দু'জন, হল অ্যাটেনডেন্ট পদে একজন, ক্লিনার (নারী) পদে দু'জন, সুইপার (নারী) পদে দু'জন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দু'দফায় ১০টি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৩৩ জনকে। নিয়োগে আর্থিক লেনদেন ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ৩৩টি পদের মধ্যে মাস্টাররোল ভিত্তিতে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী পদে তিনজন এবং চতুর্থ শ্রেণির আটজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণির পদে ২২ জনকে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের পর্যায়ক্রমে স্থায়ী করা হবে বলে জানা গেছে। তবে এ নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার ও প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা সাংবাদিকদের বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন।

রেজিস্ট্রার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ওই হলে ৫৫ জনকে নিয়োগের জন্য ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

১০ জনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইউজিসির কাছে সুপারিশ পাঠায় প্রশাসন। কিন্তু ইউজিসি তা অনুমোদন করেনি। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. তপন কুমার সাহা নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে সুপারিশ করেন এবং উপাচার্যকে চাপ প্রয়োগ করে তা অনুমোদন করিয়ে নেন।

শিক্ষকদের একটি অংশ অভিযোগ করেছেন, প্রাধ্যক্ষ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়মের মাধ্যমে এ নিয়োগ আদায় করে নিয়েছেন। এ বিষয় নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিরও দাবি জানান তারা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ১০ জন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে ১৫-১৬ জনের মতো নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ওই হলের প্রাধ্যক্ষ সঠিক তথ্য দিতে পারবেন।

অন্যদিকে প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক তপন কুমার সাহা বলেন, 'কতজন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা বলা মুশকিল। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। রেজিস্ট্রার এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, চাহিদার তুলনায় বিজ্ঞপ্তিতে পদ ছিল খুবই সামান্য। এ জন্য উপাচার্যের সভাপতিত্বে নিয়োগ কমিটি এ নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। এ নিয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে।'

শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঐক্য মঞ্চের সমন্বয়ক অধ্যাপক এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, এখন শুধু বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত পদ নয়, গোপনে নিয়োগও শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। খুব শিগগির কর্মসূচি ঘোষণা করব।

সাবেক এক উপাচার্য সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনাচার শুরু হয়েছে। আর্থিক লেনদেন ও স্বজনপ্রীতি সবই চলছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক।

এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।